আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৬

আশার আলো

(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

আশার আলো

(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৬

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ASHAR ALO : This book is based on legal awareness for the neoliterates on Domestic Violence Act 2005. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (1000)

মূল পুথি : আশা কী কিরণ

পুথি প্রস্তুতি : শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত,

কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল : শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ (১০০০)

প্রকাশক : রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১

সম্পাদনা : অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা

মুদ্রক : শরাইঘাট অফছেট প্রেছ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2516367, FAX : 0361 - 2601843
অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী
গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71

Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language have been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary I/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

03/
3/5/16

আশার আলো

মায়া তার মেয়ে সীমাকে স্কুলে পাঠানোর জন্য তৈরী করছিল। এই সময় সীমা স্কুলের ফি জমা দেবার জন্য টাকা চাইল। তখন মায়া তার স্বামীর কাছে গেল টাকা চাইতে। এই জন্য তার স্বামী খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে জোরে জোরে চিৎকার করে মায়াকে বলতে লাগল — টাকা কি গাছে ধরে, যে তোকে এনে দেব। ওকে এত পড়াশুনা করিয়ে কি হবে?

ওকে ঘরের কাজ-কর্ম শেখাও। এটাই ওর কাজে আসবে। আমার কাছে অযথা টাকা নেই অকাজে খরচ করার জন্য। যাও গিয়ে আমার জন্য খাবার তৈরী কর।

দুদিন পরে মায়া আবার রেশনের জন্য টাকা চাইতে গেল। স্বামী বলতে লাগল সব সময় শুধু টাকাই চাইতে থাক। কত টাকা খরচ করো। কিছুক্ষণ আগে তো দিলাম। সবই খরচ করে দিলে। তোর মা-বাবা টাকার গোলা দেয়নি আমাকে, যা তোকে রোজ এনে-এনে দেব। না জানি কেমন ভিখারীর সাথে আমাকে পড়তে হল।

মায়াকে তার নিজের ছোট-ছোট কাজের জন্য স্বামীর কাছে হাত পাততে হতো। স্বামী প্রত্যেকবার তাকে অপমান করত। ওকে কটু কথা শোনাতো। ওর গরীব মা বাপকে বকতে থাকত।

একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। রাতে ওর স্বামী মদ খেয়ে ঘরে এসেছিল। মায়া ওকে খেতে দিল। খাবার দেখে স্বামী আরো চিৎকার করে বলে উঠল — এগুলি কি সব ছাই-ভস্ম খাবার তৈরী করেছিস? আমি তোকে এত পয়সা দি আর তুই আমাকে এইসব খাবার খাওয়াস?

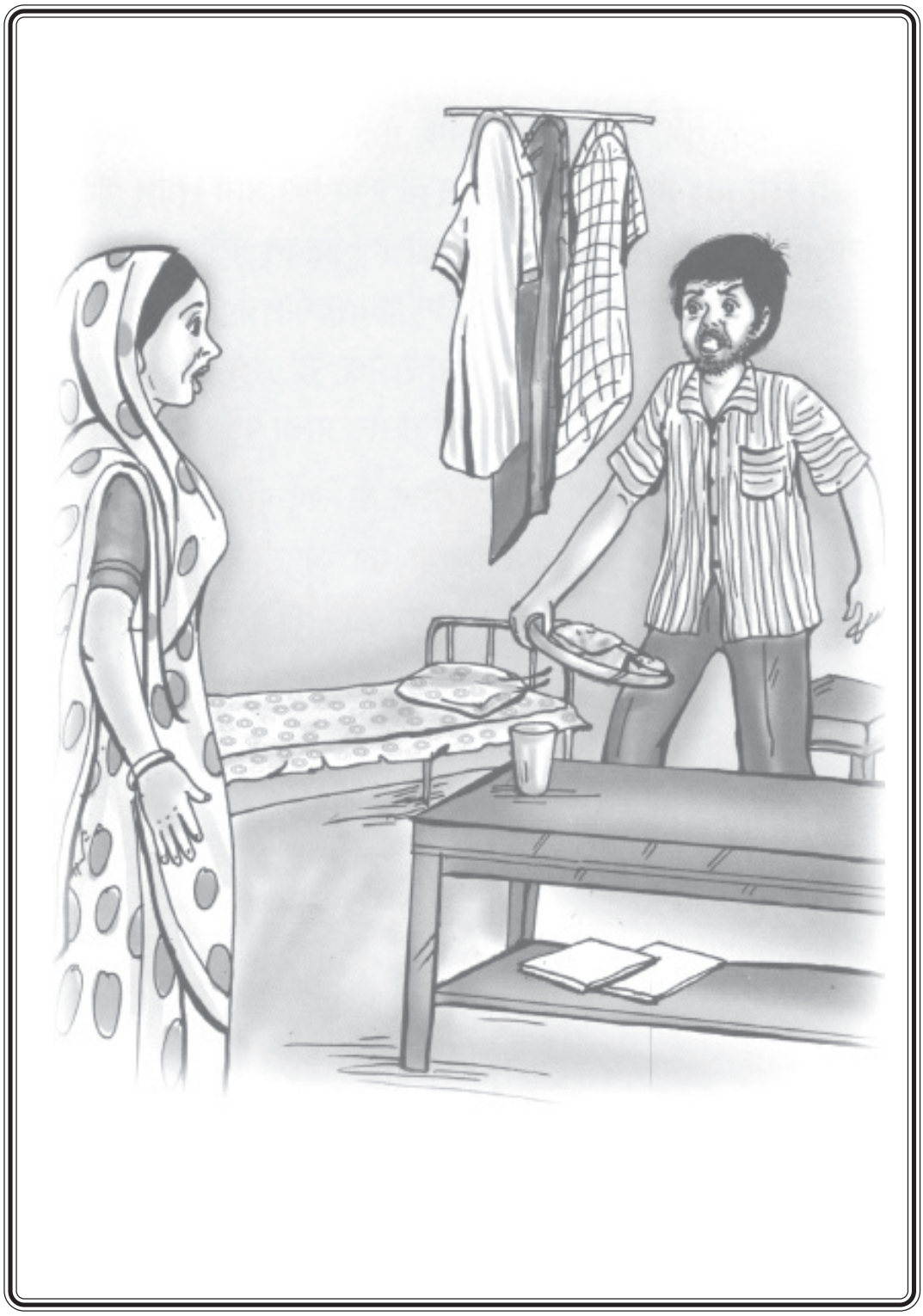

সে খাবার থালা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সব খাবার মায়ার গায়ে গিয়ে পড়ল। থালা ওর মুখে গিয়ে লাগল। মাথা দিয়ে রক্ত ঝড়তে লাগল। স্বামী মদের নেশায় মায়ার চুলের মুঠি ধরে ওকে লাথি, চড়, ঘুষি মারল। ওকে ঘর থেকে বের করে দিল।

মায়া বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢোকার জন্য মিনতি করতে লাগল। তবু স্বামী দরজা খুলল না। বলল — চলে যা,

আজ থেকে এই ঘরে তোর কোন ঠাঁই নেই। মায়ার এই অবস্থা দেখে প্রতিবেশী গীতা তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ওকে বলল — তুমি কত সহ্য করতে পার? সারা জীবন কি এই ভাবে মার খেয়েই যাবে?

মায়া বলল — আমার কপালে এটাই লেখা ছিল। আমি সারা দিন কেবল ঘরের কাজ কর্ম করি। কিন্তু ও আমাকে শুধু চাকরানী মনে করে। ওর জন্য খাবার তৈরী করা, কাপড়

ধোয়া, বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, ওর দরকারী জিনিষের খেয়াল রাখা, এগুলিই আমার কাজ।

গীতা বলল — না, এইরকম নয়। কাল আমি অঙ্গনবাড়ী মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে একজন ম্যাডাম এসেছিলেন। তিনি বলেছেন মহিলাদের জন্য একটা আইন তৈরী হয়েছে। এই আইন হল — পারিবারিক হিংসা থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫। আমরা এই আইনের সাহায্য নেব।

পরের দিন সকালে গীতা মায়াকে এক আধিকারিকের কাছে নিয়ে গেল। যিনি প্রোটেকশান অফিসার নামে সব জায়গায় পরিচিত। মায়া তাঁকে নিজের সকল কথা খুলে বলল। প্রোটেকশান অফিসার মনোযোগ দিয়ে তার সকল কথা শুনলেন। আধিকারিক ম্যাডাম তাকে বোঝালেন - এই আইন আপনাদের মতো নির্যাতিতা মহিলাদের রক্ষা করার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। এখানে আপনার স্বামীকে ডেকে বোঝানো হবে। কিন্তু যদি তাকে বোঝানোর পরেও বুঝতে না চায়, তাহলে তুমি কেইস ডায়রি করতে পার। আমি তোমাকে সকল দিক থেকে সাহায্য করব।

ম্যাডাম মায়াকে একটা ফর্ম দিলেন, যাকে ডি.আই.আর. (ডোমেস্টিক ইন্সিডেন্ট রিপোর্ট) বলা হয়। এই ফর্মে নির্যাতিতা মহিলার সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে তা লিখতে হবে। যদি নির্যাতিতা লেখাপড়া না জানেন তবে প্রোটেকশান

আধিকারিক নিজে তাঁকে পড়ে শোনাবেন, যাতে তিনি বলতে পারেন তাঁর সঙ্গে কি ধরণের নির্যাতন হয়েছে।
এই ভাবে মায়ার ডি.আই.আর. ফর্ম পূরণ হয়ে গেল। এরপর ওর স্বামীকে কথা বলার জন্য ডাকা হল।
আধিকারিক বলেন — এই আইন ঘর জোড়ার আইন, ঘর ভাঙ্গার আইন নয়।

পারিবারিক হিংসার হাত থেকে রক্ষার আইন ২০০৫

২০০৫ সালে পারিবারিক হিংসার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন তৈরী করা হয়েছে। এটি একটি দেওয়ানী মামলা বৌ, মা, বোন, মেয়ে বা যে কোন কারও সঙ্গে হওয়া পারিবারিক হিংসা (যেমন শারীরিক, মানসিক, আর্থিক প্রতারণা) থেকে তাদের রক্ষা করবে।

এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল

১। এই আইনের অধীনে ঘরোয়া সম্পর্কের মধ্যে কোন

৭। প্রোটেকশান অফিসারের কর্তব্য হল

- নির্যাতিত মহিলাকে সাহায্য করা।
- পুলিশের সাহায্য নিতে হলে মহিলাকে সাহায্য করা।
- আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনে মহিলাকে সহায়তা করা।

পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে মহিলাদের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাবার অধিকার আছে

১। সুরক্ষার আদেশ পেয়ে পুলিশ অপরাধীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

২। পুলিশ গুরুতর ঘটনায় হিংসা সৃষ্টি করা ব্যক্তির ঘরে আসা বন্ধ করতে পারে।

৩। আয়হীন মহিলারা দৈহিক, মানসিক নির্যাতনের ফলে চিকিৎসার জন্য খরচ চাইতে পারেন। এছাড়া জীবনযাপনের জন্য মাসিক খরচ চাইতে পারেন।

৪। ১৮ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের নিজের সুরক্ষিত জায়গায় রাখার অধিকার পেতে পারেন।

৫। মহিলা নিজের বাড়ীতে থাকার দাবি করতে পারেন।

৬। মহিলা নির্যাতনকারীকে গ্রেফতার করার দাবি করতে পারেন।

৭। নির্যাতিতা মহিলা এবং নির্যাতনকারীর মধ্যে আপোস করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৮। আদালতের আদেশ অমান্য করলে অপরাধীর এক বছরের জেল বা ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.sreguwahati.in